Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

"কুমিল্লার খাদি"

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

GI Journal No. 42

Published on : 11 JUL 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২(দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্ব সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূ-খণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূ-খণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূ-খণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বাথের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাত করণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূ-খণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ .এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৬১
আবেদনের তারিখ: ১৯-০২-২০২৪ খ্রি.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "কুমিল্লার খাদি" যা শ্রেণি ২৪ ও ২৫ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।
ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "কুমিল্লার খাদি"।

শ্রেণি ঃ ২৪ ও ২৫

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

খ) ঠিকানা ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ কুমিল্লার খাদি ও টেক্সটাইল ফেব্রিক্স (২৪ ও ২৫)

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

হস্তচালিত তাঁর ও কুমিল্লার খাদি শিল্প একে অপরের পরিপূরক। কারণ, প্রাচীনকাল থেকে হস্তচালিত তাঁতেই তৈরি হয় বিশ্বখ্যাত কুমিল্লার খাদি। তৎকালীন সময়ে তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'যুগী' বা 'দেবনাথ'। খাদির কাপড় তৈরির জন্য মাটিতে গর্ত/খাদ করে হস্তচালিত তাঁত বসিয়ে কাপড় উৎপন্ন করা হয়। এই গর্ত বা খাদ থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হয় তাকেই খাদি কাপড় বলা হয়। দেশের কুমিল্লা জেলায় এ খাদি কাপড় উৎপন্ন হয় বলেই একে 'কুমিল্লার খাদি' বলা হয়। এ কাপড় খদ্দর নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'কুমিল্লার খাদি' এর সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১।	থানের দৈর্ঘ্য	:	২০—২৫ মি.
২।	কাপড়ের বহর	:	০.২৫—১.৬৫ মি.
৩।	টানা সুতার শ্রেণি	:	কটন/সিল্ক/ব্লেন্ডেড/রি-সাইকেল সুতা
৪।	টানা সুতার ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি	:	স্থানীয় চরকা দ্বারা ও মেশিন দ্বারা
৫।	টানা সুতার কাউন্ট	: :	কটন: ১০^{স} - ৩০^{স} ইংলিশ কাউন্ট ১০^{স}২ প্লাই - ৩০^{স}২ প্লাই সিল্ক: ২০-২২ ডেনিযার ব্লেন্ডেড ও রি-সাইকেল: ১০^{স}- ৩০^{স} ইংলিশ কাউন্ট
৬।	পড়েন সুতার শ্রেণি	:	কটন/ব্লেন্ডেড/রি-সাইকেল সুতা
৭।	পড়েন সুতার ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি	:	স্থানীয় চরকা দ্বারা।
৮।	পড়েন সুতার কাউন্ট	:	কটন: ২^{স} - ৫^{স} ইংলিশ কাউন্ট ব্লেন্ডেড ও রি-সাইকেল: ২^{স} - ৫^{স} ইংলিশ কাউন্ট
৯।	প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা	:	স্থানীয় চরকা দ্বারা তৈরি সুতা: ১৪-২০টি মেশিনে তৈরি সিঙ্গেল সুতা: ৪০-৫০টি মেশিনে তৈরি ২ প্লাই সুতা : ১৪-২০টি
১০।	প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা	:	স্থানীয় চরকা দ্বারা তৈরি সুতা: ৮-৩০টি
১১।	সানার নম্বর	:	১৪-৫০ নম্বর (স্টোক পোর্ট পদ্ধতি)
১২।	টানা সুতার সংখ্যা	:	১৪০-৩২৫০টি
১৩।	ডবি	:	ব্যবহার সীমিত (খুবই কম)
১৪।	ঝাঁপ সংখ্যা	:	০২
১৫।	উইভ স্ট্রাকচার	:	প্লেইন।
১৬।	জিএসএম (প্রতি বর্গমিটারে ওজন)	:	১০০-৪০০ গ্রাম

পণ্যের নমুনার ছবি

নমুনা-০১ কুমিল্লার খাদি (স্টুল)		
নমুনা-০২ কুমিল্লার খাদি (থান কাপড়)		
নমুনা-০৩ কুমিল্লার খাদি (ডাবল খাদি)		
নমুনা-০৪ কুমিল্লার খাদি (টেবিল ম্যাট)		
নমুনা-০৫ কুমিল্লার খাদি (থ্রোস/শাল)		

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম [এর বিস্তারিত তথ্য] : কুমিল্লার খাদি

প্রাচীনকাল থেকে এই উপ-মহাদেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ছিল জগদ্বিখ্যাত। ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ ভারতে ১৯২১ সালের দিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে ঐতিহাসিক কারণে কুমিল্লা অঞ্চলে খাদি শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তখন খাদি কাপড় তৈরি হতো রাঙ্গামাটির তুলা এবং কুমিল্লার কটন থেকে। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা, দেবিদ্বার, বুড়িচং ও সদর থানায় সে সময় বাস করত প্রচুর যুগী বা দেবনাথ পরিবার। বিদেশি বস্ত্র বর্জনে গান্ধীজীর আহ্বানে সে সময় কুমিল্লায় ব্যাপক সাড়া জাগে এবং খাদি বস্ত্র উৎপাদনও বেড়ে যায়।

খাদির কাপড় তৈরির জন্য মাটিতে গর্ত/খাদ করে হস্তচালিত তাঁত বসিয়ে কাপড় উৎপন্ন করা হয়। এই গর্ত বা খাদ থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হয় তাকেই খাদি কাপড় বলা হয়। দেশের কুমিল্লা জেলায় এ খাদি কাপড় উৎপন্ন হয় বলেই একে 'কুমিল্লার খাদি' বলা হয়। এ কাপড় খদ্দর নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। যদিও শুরুতে খাদি কাপড় ছিল মূলত সুতি, তবে বর্তমানে চার ধরনের খাদি কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে। যথা: সুতি খাদি ; খাদি সিল্ক ; ব্লেন্ডেড খাদি এবং রি-সাইকেল খাদি। এ ছাড়াও আরো দুই ধরনের খাদি তৈরি হয়ে থাকে, পাতলা এবং একটু ভারি অর্থাৎ মোটা। পাতলা খাদি কাপড় ব্যবহৃত হয় ফতুয়া, শার্ট, শাড়ি, ইত্যাদি তৈরিতে এবং মোটা খাদি কাপড় ব্যবহৃত হয় পাঞ্জাবি, রুমাল, পার্টস, বেডকভার, শাল, পর্দা, ইত্যাদি তৈরিতে। এক সময় খাদি কাপড় শুধু দুই রং এর হত ; সাদা এবং অফহোয়াইট। কিন্ত এখন দেশীয় পোশাক ডিজাইনারদের বদৌলতে লাল, নীল, সবুজ, অর্থাৎ সব ধরনের রং এর খাদি কাপড় পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে খাদি শিল্পে অনেক পরির্বতন এসেছে। এখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক যেমন শাড়ি, পাঞ্জাবী, শাল, থ্রি-পিস, টু-পিস, কুর্তা, শার্ট, টপস্ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। একই সাথে খাদির রংয়েও এসেছে ভিন্নতা। বিভিন্ন ধরনের সুতার মিশ্রণে যেমন: সুতি, সিল্ক, ব্লেন্ডেড ও রি-সাইকেল সুতা, ইত্যাদি দিয়েও এখন খাদি তৈরি হয়। এর ফলে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের খাদি পোশাক তৈরি করা যায়। এছাড়া ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে খাদিতে বিভিন্ন ভেরিয়েশন তৈরি হচ্ছে যেটা ভবিষ্যতে খাদি শিল্পকে আরো সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

গান্ধীজী আশ্রম খাদি শিল্প প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুশীলন চক্রের আশ্রয়স্থল হিসেবে ছদ্ম বরণে প্রতিষ্ঠিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গান্ধীজী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশি কাপড় বর্জনের ডাকে যখন ব্যাপক হারে চরকায় সূতা কাটা শুরু হয়, গান্ধীজী আশ্রম তখন সুলভে আশ্রমে তৈরি চরকা বাজারে বিক্রির পাশাপাশি নিজেরাও তৈরি করতে থাকে খাদি বস্ত্র। বিভিন্ন গ্রামে তৈরি খাদি বস্ত্রও এ সময় গান্ধীজী আশ্রমের মাধ্যমে বাজারজাত করতে শুরু করে।

১৯২৬-২৭ সালে একটি ৮ হাত লম্বা ধুতি বিক্রি হতো মাত্র পাঁচশিকে (আজকের চারআনা বা পঁচিশ পয়সা) দামে। সে সময় গান্ধীজী আশ্রম প্রায় ৯ লাখ টাকা মূল্যের খাদি কাপড় বিক্রি করেছিল। প্রয়াত রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ যিনি অভয় আশ্রমের একজন কর্মী পরিমল দত্তের লেখা থেকে জানা যায়, বিপুল চাহিদা থাকলেও গান্ধীজী আশ্রম থেকে সে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ হতো না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ছিল খাদি শিল্পের স্বর্ণযুগ। এর পরপরই আসে সংকটকাল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বস্ত্রকলগুলো তখন বন্ধ। বস্ত্র চাহিদা মেটাতে আমদানি নির্ভর দেশে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের উপর প্রচুর চাপ পড়ে। দেশের মানুষের চাহিদার তুলনায় খাদির উৎপাদন ব্যাপক না হলেও চান্দিনা বাজারকে কেন্দ্র করে আশ-পাশের গ্রামগুলোতে তাঁতিরা চাদর, পর্দার কাপড়, পরিধানের কাপড় তৈরি করতে শুরু করে। স্বাধীনতার পূর্বে খাদির চাহিদা শীত বস্ত্র হিসেবে ব্যাপক কদর ছিল। বর্তমানে শিল্পায়নের কারণসহ বিভিন্ন কারণে এ শিল্প কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে।

কুমিল্লার খাদি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এই শিল্প মূলত কুটির শিল্প। গ্রাম্য বধূরা গৃহস্থালি কাজের ফাঁকে ফাঁকে চরকায় সুতা কেটে তাঁতিদের কাছে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যে বৃদ্ধ লোকটি খেতে খামারে পরিশ্রম করতে পারত না, যে কিশোর-কিশোরী বাইরে শ্রম বিক্রির সুযোগ পায় না তারাও চরকায় সুতা কেটে সংসারে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছে।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা

[ক] ভূমিকা:

প্রাচীনকাল থেকেই এ উপমহাদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্প জগদ্বিখ্যাত ছিল। ঢাকাই মসলিনের মতো বিখ্যাত ছিল কুমিল্লার খাদি। তখন খাদি কাপড় বিদেশেও রপ্তানি হতো। বর্তমানে খাদির বেডসিট, ব্লক করা থ্রীপিস, পাঞ্জাবী, ইত্যাদি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাদি শিল্পের বিকাশে চান্দিনার শৈলেন গুহ ও তার ছেলে বিজন গুহ চান্দিনাতে আখতার হামিদ খান প্রতিষ্ঠিত "দি খাদি কো অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিমিটেডে"র হাল ধরেন। ১৯৬৫—৬৮ সালে আখতার হামিদ খানের চেষ্টায় ভাল মানের তুলা পাওয়া যেত। কুমিল্লা কটন দিয়েও খাদি তৈরি করা হতো; যা কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদন হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় খাদি কাপড়ের চাহিদা অসম্ভব ভাবে বেড়ে যায়। তখন মানুষ বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয় কাপড়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় কুমিল্লার খাদির বাজার আরো প্রসারিত হয়।

[খ] কুমিল্লার খাদি:

হস্তচালিত তাঁত ও কুমিল্লার খাদি শিল্প একে অপরের পরিপূরক। কারণ, প্রাচীনকাল থেকে হস্তচালিত তাঁতেই তৈরি হয় বিশ্বখ্যাত কুমিল্লার খাদি। তৎকালীন সময়ে তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'যুগী' বা 'দেবনাথ'। খাদির কাপড় তৈরির জন্য মাটিতে গর্ত/খাদ করে হস্তচালিত তাঁত বসিয়ে কাপড় উৎপন্ন করা হয়। এই গর্ত বা খাদ থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হয় তাকেই খাদি কাপড় বলা হয়। দেশের কুমিল্লা জেলায় এ খাদি কাপড় উৎপন্ন হয় বলেই একে 'কুমিল্লর খাদি' বলা হয়।

[গ] কুমিল্লার খাদির সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- খাদি কাপড়ের সুতা স্থানীয় চরকার মাধ্যমে হাতে তৈরি অসমান এবং পাক সংখ্যাও অসমান।
- কাপড়ের লম্বা বরাবর চিকন সুতা ও প্রস্থ বরাবর মোটা সুতা ব্যবহার হয় ;
- সাধারণত : কুমিল্লার খাদি কাপড়ের প্রান্ত নরম এবং আলগা হয় ;
- কুমিল্লার খাদি সাধারণত : সাদা, ক্রিম এবং ছাই কালারের হয়ে থাকে ;
- কাপড়ের একটি অংশ হাতে নিয়ে সুতার দিকে একটু মোচড় দিলে যদি দেখা যায় সুতোগুলো শক্ত, তাহলে বুঝতে হবে কাপড়টি খাদি। কিন্তু যদি আলগা হয় তবে তা মেশিনে বানানো কাপড় ;
- কাপড়কে আলোর বিপরীতে ধরলে যদি এর ঘনত্ব এবং স্বচ্ছতার পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে এবং
- খাদি কাপড় খুব হালকা, ভারি এবং নরম হয়।

[ঘ] কুমিল্লার খাদির শ্রেণি :

যদিও শুরুতে খাদি কাপড় ছিল মূলত: সুতি, তবে ০৪ ধরনের খাদি কাপড় পাওয়া যায় :

১. সুতি খাদি: এ ধরনের কাপড় ভার্জিন কটন ও কটন ওয়েস্টেজ থেকে তৈরি হয় ।
২. খাদি সিল্ক: এটি পিওর সিল্ক বা সিল্কের ওয়েস্টেজ থেকে তৈরি খাদি। একে এন্ডি সিল্কও বলা হয়।
৩. ব্লেন্ডেড খাদি: কটন ও পলিয়েস্টার ফাইবারের মিশ্রণে তৈরি সুতা দ্বারা ব্লেন্ডেড খাদি তৈরি হয় এবং
৪. রি-সাইকেল খাদি: বিভিন্ন ব্যবহৃত কাপড় থেকে সুতা বের করে এ ধরনের খাদি তৈরি হয়। তাছাড়া ব্যবহৃত কাপড় থেকে ফাইবার বের করে তা দ্বারা সুতা তৈরি করে খাদি কাপড় তৈরি করা হয়।

এ ছাড়াও আরো দুই ধরনের খাদি তৈরি হয়ে থাকে, পাতলা এবং একটু ভারি অর্থাৎ মোটা। পাতলা খাদি ফতুয়া, শার্ট, শাড়ি, ইত্যাদি তৈরিতে এবং মোটা খাদি কাপড় ব্যবহৃত হয় পাঞ্জাবি, রুমাল, পার্টস, বেডকভার, শাল, পর্দা, ইত্যাদি

তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এক সময় খাদি কাপড় শুধু দুই রং এর হত ; সাদা এবং অফহোয়াইট। কিন্ত এখন দেশীয় পোশাক ডিজাইনারদের বদৌলতে লাল, নীল, সবুজ, অর্থাৎ সব ধরনের রং এর খাদি কাপড় পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে খাদি শিল্পে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক যেমন শাড়ি, পাঞ্জাবী, শাল, থ্রি -পিস, টু-পিস, কুর্তা, শার্ট, টপ্স ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। একই সাথে খাদির রঙেও এসেছে ভিন্নতা। বিভিন্ন ধরনের সুতার মিশ্রণে যেমনঃ সুতি, রেশম, সিল্ক, মুগ, তসর, উল ইত্যাদি দিয়ে এখন খাদি তৈরি হয়। এর ফলে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের খাদি পোশাক তৈরি করা যায়। যথা :

(১) ওয়্যার টেক্সটাইল: শাল, থ্রোস পাঞ্জাবি, শাড়ি, শার্ট, ফতুয়া, ওড়না, ইত্যাদি।
(২) হোম টেক্সটাইল: টেবিল ক্লোথ, টেবিল রানার, প্লেস ম্যাট, কুশন, নেপকিন, কার্টেল, সোফার কভার, বেড কভার, ইত্যাদি।
(৩) ফ্যাশন টেক্সটাইল: ফ্যাশনেবল ব্যাগ, পার্টস, ইত্যাদি।
(৪) থান কাপড়: এটি বিভিন্ন ড্রেসের ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে ব্যবহার হয়।

জ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা ও মানচিত্র

মূলতঃ পুরো বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় (বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) খাদি কাপড় তৈরি হয়।

অধিক পরিমাণে কুমিল্লার খাদি উৎপাদন অধ্যুষিত এলাকা/অঞ্চল:

কুমিল্লা সদর, চান্দিনা, মুরাদনগর ও দেবিদ্বার উপজেলা।

অল্প পরিমাণে কুমিল্লার খাদি উৎপাদন অধ্যুষিত এলাকা/অঞ্চল:

কুমিল্লার বরুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি, হোমনা, লাকসাম, নাঙ্গলকোট, মেঘনা, মনোহরগঞ্জ, তিতাস, বুড়িচং, লালমাই এবং নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা ইত্যাদি।

Production Area of Cumilla Khadi

ঝ) উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি)

আজকের কুমিল্লা একসময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল। ১৭৩৩ সালে বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে এর সমতল অংশ সুবাহ বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ত্রিপুরা দখল করে ১৭৯০ সালে কোম্পানী শাসনামলে ত্রিপুরা নামের জেলার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা থেকে আলাদা করে কুমিল্লাকে জেলা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

১৭৬৫ সালে কুমিল্লা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে আসার পূর্বে মধ্যবর্তী সময়ে মুঘলদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ১৭৬৯ সালে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে কোম্পানী একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। তখন ঢাকা প্রদেশের অন্তর্গত ছিলো কুমিল্লা। কুমিল্লাকে ১৭৭৬ সালে কালেক্টরের অধীনস্থ করা হয়। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লার দু'টি মহকুমা চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে পৃথক জেলা হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়। কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত কার্পাস তুলা থেকে স্থানীয় চরকায় হাতে তৈরি হতো সুতা এবং সেই সুতা ব্যবহার করে তাঁতে উৎপন্ন হয় খাদি কাপড়।

ভারতীয় উপমহাদেশে খাদির উৎপত্তি ঘটে প্রায় ৭ হাজার বছর আগে। তৎকালীন বাংলায়ও হাজার বছর আগে থেকেই খাদি শিল্পের প্রমাণ মেলে। ১২শ শতাব্দীতে মার্কো পোলোর লেখায় বাংলার খাদির জৌলুস ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন বাংলার খাদি মাকড়সার জালের চেয়েও মিহি। রোমানরাও বাংলার খাদি-মসলিনের ব্যাপক ভক্ত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশে ইংরেজদের যান্ত্রিক কারখানায় তৈরি কাপড়ের দাপট বেড়ে যায়। ফলে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বহু মানুষের জীবিকার এ উৎসটি। এ সময় মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেন। খাদি ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার। স্বদেশী আন্দোলনের ডাকে খাদি শিল্পীরা আবারো নতুন উদ্যমে শুরু করেন খাদি উৎপাদন। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলের খাদি মুঘল আমলেও ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ১৯২০ সালে গান্ধীজী প্রথম খাদি কাপড়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবার সামনে নিয়ে আসেন স্বদেশী পণ্যকে প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হিসাবে। ১৯২১ সালে গান্ধীজী খাদি শিল্পীদের উৎসাহ দিতে কুমিল্লার চান্দিনায় আসেন। সে সময় একটি তন্তবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতিটি কুমিল্লার খাদি ভারতের বিভিন্ন শহরের রপ্তানি করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। খাদি শিল্প ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম নোয়াখালিসহ দেশের আরও কয়েকটি অঞ্চলে। বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর আখতার হামীদ খান এবং রাজনীতিবিদ ফিরোজ খান নুন ও খাদির জন্য ব্যাপক অবদান রেখেছেন। কুমিল্লার খাদি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি খাদি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন'। কুমিল্লার চান্দিনা, মুরাদনগর ও দেবিদ্বারে এ শিল্প টিকে আছে।

খাদি কাপড়ের আদি ঠিকানা হলো কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায়। প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া, কলাগাও, কুটুম্বপুর, গোবিন্দপুর, হাড়িখোলা, ভোমরকান্দি, বানিয়াচং, হারং, ছয়ঘরিয়া, বেলাশ্বর, মধ্যমতলা ও দেবিদ্বার, ভানী, ইত্যাদি গ্রাম খাদি কাপড়রে জন্য বিখ্যাত। তাছাড়া ময়নামতি, গৌরিপুরসহ বেশ কিছু জায়গায় খাদি বুননের কাজ হয়।

ঞ) উৎপাদন পদ্ধতি

প্রাচীনকাল থেকে হস্তচালিত তাঁতেই তৈরি হয় বিশ্বখ্যাত কুমিল্লার খাদি। তৎকালীন সময়ে কুমিল্লায় তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'যুগী' বা 'দেবনাথ'। কুমিল্লার খাদি কাপড় তৈরির জন্য মাটিতে গর্ত/খাদ করে হস্তচালিত তাঁত বসিয়ে কাপড় উৎপন্ন করা হয়। এই গর্ত বা খাদ থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হয় তাকেই খাদি কাপড় বলা হয়। দেশের কুমিল্লা জেলায় এ খাদি কাপড় উৎপন্ন হয় বলেই একে 'কুমিল্লার খাদি' বলা হয়।

তৎকালীন সময়ে কুমিল্লা খাদির জন্য শতভাগ সুতা স্থানীয় চরকায় হাতে তৈরি হতো। বর্তমানে হাতে তৈরি সুতার পাশাপাশি মেশিনে তৈরি সুতাও ব্যবহার হয়। তবে মেশিনে তৈরি সুতা শুধুমাত্র টানায় ব্যবহার হয়। নানা ধাপ সম্পন্ন করে কুমিল্লার খাদি বুনন করা হয়।

[ক] কুমিল্লার খাদি উৎপাদনের ধাপসমূহ :

কুমিল্লার খাদি তৈরির পুরো বিষয়টি কায়িক শ্রমনির্ভর। কুমিল্লার খাদি তৈরির প্রয়োজনীয় ধাপগুলো তাঁতিদের হাতে ধারাবাহিকভাবেই কার্যকর হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো :

১. চরকায় সুতা কাটা/মেশিনে তৈরি সুতা সংগ্রহ ;
২. সুতার হ্যাংক তৈরি করা ;
৩. সুতা ধৌতকরণ, মাড়করণ ও রোদে শুকানো ;
৪. হ্যাংক হতে টানার সুতা ববিনে জড়ানো/ববিন তৈরি ;
৫. টানা হাটা ;
৬. ওয়ার্প বিম তৈরি ;
৭. চরকার-চরকির মাধ্যমে পড়েন সুতার ববিন/নলি করা ;
৮. 'ব' গাঁথা ;
৯. সানা করা ;
১০. তাঁতে বিম স্থাপন ;
১১. খাদি কাপড় বুনন শুরু এবং
১২. কুমিল্লার খাদি।

[খ] কুমিল্লার খাদি উৎপাদনের ধাপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১। চরকায় সুতা কাটা/মেশিনে তৈরি সুতা সংগ্রহ: এ ধাপে স্থানীয় তুলা সংগ্রহপূর্বক প্রসেস করে চরকা দ্বারা হাতের সাহায্যে সুতা তৈরি করা হয়। সুতা কাটুনীদের হাতের কলা-কৌশলের উপর সুতার গুণগতমান নির্ভর করে। যে সুতা কাটুনী দক্ষ ও অভিজ্ঞ তার তৈরি সুতা উন্নতমানের হয়। তৎকালীন সময়ে কুমিল্লার খাদি কাপড়ের টানা ও পড়েনে অর্থাৎ উভয়দিকে চরকার মাধ্যমে হাতে তৈরি সুতা ব্যবহার হতো। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরকার মাধ্যমে তৈরি সুতা পড়েনে ব্যবহার হয়। অপরদিকে, মেশিনে তৈরি সুতা টানায় ব্যবহার হয়।

২। সুতার হ্যাংক তৈরি করা: সুতা টানা ও পড়েন হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য এ ধাপে সুতার হ্যাংক তৈরি করা হয়।

৩। সুতা ধৌতকরণ, মাড়করণ ও রোদে শুকানো: এ ধাপে সুতার হ্যাংক-কে ওয়েটিং এজেন্ট ও ডিটারজেন্ট দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে ধৌত করে নেয়া হয়। অত:পর ভাত রান্নার সময় তাতে স্ট্রার্চ, তুঁতে ও সাবুদানা মিশিয়ে মাড় তৈরি করা হয় এবং চটকিয়ে চটকিয়ে উক্ত মাড় সুতায় প্রয়োগ করে রোদে শুকানো হয়।

৪। হ্যাংক হতে টানার সুতা ববিনে জড়ানো/ববিন তৈরি: এ ধাপে টানা সুতার বিম তৈরির লক্ষ্যে নির্ধারিত পরিমাপের সুতা হ্যাংক হতে ববিনে জড়িয়ে নিতে হয়।

৫। টানা হাটা: এ ধাপে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুতার ববিন ক্রিলে সাজিয়ে নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের সুতার টানা তৈরির জন্য মাটিতে বাঁশের ছোট-ছোট খুটি পুতে টানা হাটা হয়।

৬। ওয়ার্প বিম তৈরি : এ ধাপে ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো নির্ধারিত দৈঘ্যের সুতা নিয়ে তাঁতে স্থাপনের উপযোগী ওয়ার্প বিম তৈরি করা হয়।

৭। চরকার-চরকির মাধ্যমে পড়েন সুতার ববিন/নলি করা: এ ধাপে খাদি কাপড়ের পড়েন দিকে ব্যবহারের উপযোগী সুতা চরকার-চরকির মাধ্যমে ববিন/নলি করা হয়।

৮। 'ব' গাঁথা: এ ধাপে ওয়ার্প বিমের সুতাসমূহ দুটি ভাগে ভাগ করার জন্য ১/১ (১ সুতা আপ ও ১ সুতা ডাউন) ধারাবাহিকতায় 'ব' গাঁথা সম্পন্ন করা হয়।

৯। সানা করা: এ ধাপে সানার প্রতি ঘরে (ডেন্ট) ২টি (১ সুতা আপ ও ১ সুতা ডাউন) করে সুতা পড়ানো হয়।

১০। তাঁতে বিম স্থাপন: কুমিল্লার খাদি কাপড়ের বুনন শুরু করার জন্য এ ধাপে প্রস্তুতকৃত ওয়ার্প বিমকে তাঁতে স্থাপন করা হয়।

১১। খাদি কাপড় বুনন শুরু: এ ধাপে তাঁতি খাদি কাপড় বুনন শুরু করেন এবং ওয়ার্প বিমের সুতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বুননের কাজ চলতে থাকে। বড় বহরের কাপড়ের জন্য ২ জন তাঁতি বুননের কাজ করে এবং ছোট বহরের কাপড়ের জন্য ১ জন তাঁতি বুননের কাজি করে থাকে এবং

১২। কুমিল্লার খাদি: ধারাবাহিকভাবে বুননের ফলে ওয়ার্প বিমের সুতা শেষ হয়ে গেলে খাদি কাপড় পাওয়া যায়। ওয়ার্প বিমের সুতা শেষ না হলেও প্রয়োজনে তাঁত হতে নির্ধারিত দৈঘ্যের খাদি কাপড় কেটে সংগ্রহ করা যায়।

[গ] কুমিল্লার খাদি তাঁতের (গর্ত তাঁত) গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

১. টানার বিম (নরদ), ২. ক্লোথ বিম (নাতা), ৩. দক্তি, ৪. সানা, ৫ 'ব' ৬. প্যাডেল (পা-দানি), ৭. মতিকাটা, ইত্যাদি।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্থির চিত্র

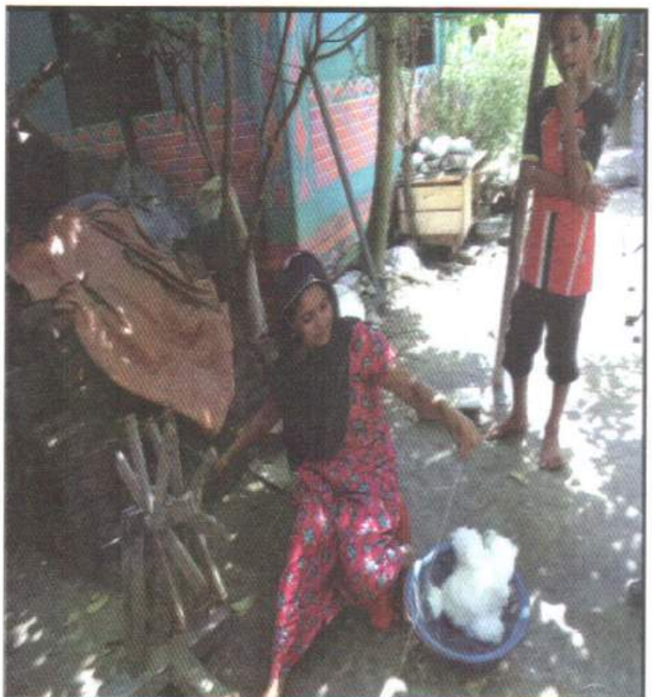

চিত্র ১ : চরকার মাধ্যমে তুলা হতে সুতা তৈরি

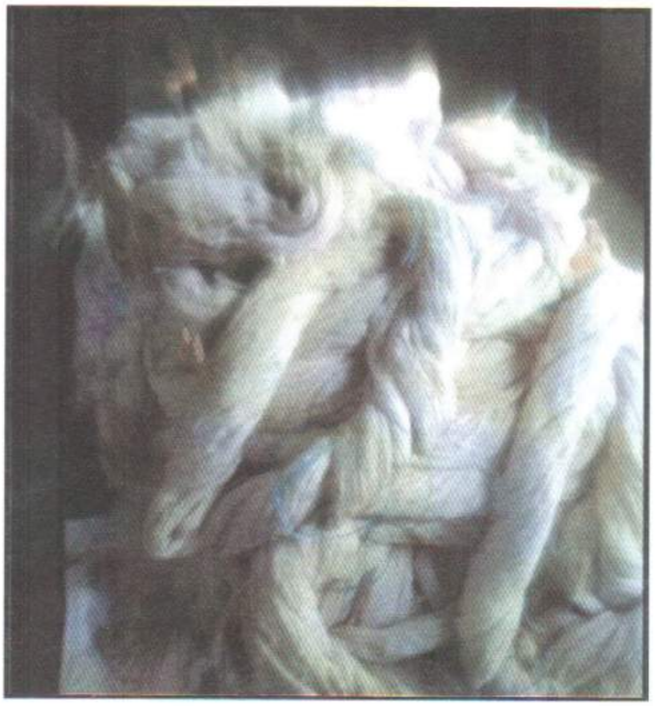

চিত্র ২ : সুতা ধৌত করা

উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্থির চিত্র

চিত্র ৩ : সুতা রোদে শুকানো

চিত্র ৪ : হ্যাংক হতে সুতা পার্ণ ববিনে জড়ানো

চিত্র ৫ : হ্যাংক হতে সুতা স্পুলে ববিনে জড়ানো

চিত্র ৬ : স্পুল ববিন

উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্থির চিত্র

চিত্র ৭ : পার্ণ ববিন

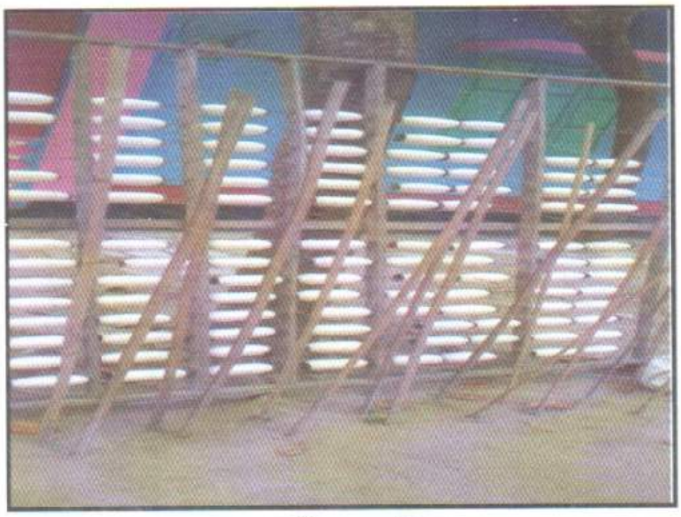

চিত্র ৮ : ক্রিল

চিত্র ৯ : টানা হাটা

চিত্র ১০ : গর্ত তাঁত

চিত্র ১১ : কুমিল্লার খাদির বুনন

ট) পণ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য

কুমিল্লার খাদি কাপড় গর্ত তাঁতে উৎপন্ন হয়। কুমিল্লার খাদি কাপড় এক বিশেষ ধরনের কাপড়, যেটি কার্পাস তুলা থেকে চরকার মাধ্যমে তৈরি হাতে কাটা সুতা দিয়ে বুনন করা হয়। এ কাপড় মূলত মোটা ও ওজনে ভারী হয়। তবে পাতলা খাদিও তৈরি হয়। এ কাপড়ের লম্বা বরাবরে মোটা সুতা ও বহর বরাবরে মোটা সুতা ব্যবহার করা হয়। এ কাপড়ের জমিন অসমান। খাদি কাপড়রে অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর সুতা তৈরি করতে হয় হাতের সাহায্যে চরকা ঘুরিয়ে। কুমিল্লার খাদি কাপড় খুবই আরামদায়ক। বহুমুখী ফেব্রিক্স হবার কারণে এটি গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ থাকে।

ঠ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ব্যবহারকাল

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। ভারতীয় উপমহাদেশে খাদির উৎপত্তি ঘটে প্রায় ৭ হাজার বছর আগে। তৎকালীন বাংলায়ও হাজার বছর আগে থেকেই খাদি শিল্পের প্রমাণ মেলে। ১২শ শতাব্দীতে মার্কো পোলোর লেখায় বাংলার খাদির জৌলুস ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন বাংলার খাদি মাকড়সার জালের চেয়েও মিহি। রোমানরাও বাংলার খাদি-মসলিনের ব্যাপক ভক্ত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশে ইংরেজদের যান্ত্রিক কারখানায় তৈরি কাপড়ের দাপট বেড়ে যায়। ফলে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বহু মানুষের জীবিকার এ উৎসটি। এ সময় মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেন। খাদি ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার। স্বদেশী আন্দোলনের ডাকে খাদি শিল্পীরা আবারো নতুন উদ্যমে শুরু করেন খাদি উৎপাদন। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলের খাদি মুঘল আমলেও ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ১৯২০ সালে গান্ধীজী প্রথম খাদি কাপড়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবার সামনে নিয়ে আসেন স্বদেশী পণ্যকে প্রতিষ্ঠা উদাহরণ হিসাবে। ১৯২১ সালে গান্ধীজী খাদি শিল্পীদের উৎসাহ দিতে কুমিল্লার চান্দিনায় আসেন। সে সময় একটি তন্তবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতিটি কুমিল্লার খাদি ভারতের বিভিন্ন শহরের রপ্তানি করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। খাদি শিল্প ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম নোয়াখালি-লসহ দেশের আরও কয়েকটি অঞ্চলে। বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর আখতার হামীদ খান এবং রাজনীতিবিদ ফিরোজ খান নুন ও খাদির জন্য ব্যাপক অবদান রেখেছেন। কুমিল্লার খাদি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি খাদি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন'। কুমিল্লার চান্দিনা, মুরাদনগর ও দেবিদ্বারে এ শিল্প টিকে আছে।

কাজেই ইতিহাস মতে, ১২শ শতাব্দী থেকে কুমিল্লার খাদি ব্যবহার হয়ে আসছে।

ড) বাণিজ্যিক এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশ। তাছাড়া, কুমিল্লার খাদি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

ঢ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ণ) উৎপাদনকারীর তথ্য

সিথির দেবনাথ বেলাশ্বর, চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৭৩১০৫২০২৩	রঞ্জিত দেবনাথ পিতা: শশী মোহন দেবনাথ বড়কামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৮১৯৮০৪৯০১	চিন্তা দেবনাথ পিতা: মনিন্দ্র দেবনাথ বড়কামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৭৩১৫৭৮৭৯১
পবির সাহা ননি পিতা: গোপাল সাহা বড়কামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৮১৯৮৪৬২১৮	ইন্দ্রা দেবনাথ পিতা: শশী মোহন দেবনাথ বড়কামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৮১৩২৮৬৫১৪	সতিশ দেবনাথ বেলাশ্বর, চান্দিনা কুমিল্লা
চিত্যরঞ্জন দেবনাথ বড়কামতা, চান্দিনা কুমিল্লা	অরুন দেবনাথ বেলাশ্বর, চান্দিনা কুমিল্লা	মতিলাল দেবনাথ বেলাশ্বর, চান্দিনা কুমিল্লা

ত) তথ্যসূত্র ঃ

১। https://textilelab.blogspot.com/2021/12/khadi-fabrics.html

২। https://www.comilla.gov.bd/en/site/page/xL7-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%6%B0-%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF

৩। https://priyocareer.com/khadi-kapara-cenaraupaya/#khad_kapara_cenara_upaya&gsc.tab=0

৪। http://textileaid24.blogspot.com/2017/02/blog-post_5.html

৫। https://cumilla.police.gov.bd/content/4.html

৬। COMILLA KHADDAR, BY M. Nurul Haq.

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—সিডিপি-ক — ২৪৬১/২০২৩-২০২৪/(শিল্প)-০৯-০৭-২০২৪-১৫০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary), Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary), Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.